বাংলাদেশের রাজনীতি ও পৌরনীতি

বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল এমন এক জনসংগঠণ যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন কর।

দলীয় সংখ্যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা হয়-

১. একদলীয় ব্যবস্থাঃ এই পদ্ধতিতে সাংবিধানিকভাবে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল থাকে। উদাহরণ- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে জার্মানির ‘নাৎসিদল’, মুসোলিনির ‘ফ্যাসিস্ট দল’, ১৯১৭ সালে প্রবর্তিত সোভিয়েত রাশিয়ার একদলীয় সমাজতন্ত্র ।

২. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাঃ এই ব্যবস্থায় নির্বাচনকালে দুটি রাজনৈতিক দল দেখতে পাওয় যায় এবং ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা এই দুটি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। উদাহরণ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান পার্টি, যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টি ও লেবার পার্টি।

৩. বহুদলীয় ব্যবস্থাঃ এই ব্যবস্থায় দুয়ের অধিক রাজনৈতিক দল ক্ষমতা দখলের লড়াইতে অবতীর্ণ হয়। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। ফলে, নির্বাচনে জয়লাভের আশায় অনেক সময় সমমনা দলগুলো “সম্মিলিত সরকার” গঠণ করে। বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিকত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত।

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ

বর্তমানে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৪১ টি।

ক্রমিক নং	দলের নাম	প্রতীক
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা
২.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	ধানের শীষ
৩.	জাতীয় পার্টি (জাপা)	লাঙ্গল
৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	মশাল
৫.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	গরুর গাড়ি
৬.	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ি
৭.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)	ছাতা
৮.	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা
৯.	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	কাস্তে
১০.	গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর
১১.	জাতীয় পার্টি (জেপি)	সাইকেল
১২.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	কুঁড়েঘর
১৩.	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	কুলা
১৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	তারা
১৫.	জাকের পার্টি	গোলাপফুল
১৬.	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	মই

১৭.	বাংলাদেশ তরিকত ফাউন্ডেশন	ফুলের মালা
১৮.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ
১৯.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন
২০.	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	আম
২১.	গণফোরাম	উদীয়মান সূর্য
২২.	গণফ্রন্ট	মাছ
২৩.	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	বাঘ
২৪.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	খেজুর গাছ
২৫.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)	গাভী
২৬.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	কাঁঠাল
২৭.	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	চেয়ার
২৮.	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	হাতঘড়ি
২৯.	ইসলামী ঐক্যজোট	মিনার
৩০.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	রিকশা

৩১.	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	হুক্কা
৩২.	বাংলাদেশ বিপ্লবী অয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল
৩৩.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি
৩৪.	বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল	চাকা
৩৫.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (বিএমএল)	হাত (পাঞ্জা)
৩৬.	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট	ছড়ি
৩৭.	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	টেলিভিশন
৩৮.	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	সিংহ
৩৯.	বাংলাদেশ কংগ্রেস	ডাব
৪০	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	হাতপাখা
৪১	খেলাফত মজলিস	দেয়ালঘড়ি

উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলসমূহ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রতিষ্ঠাকাল- ২৩ জুন, ১৯৪৩। (কে এম দাস লেনের "রোজ গার্ডেন"- এ অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক সভায় আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।)
•প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি- মাওলানা ভাষানী এবং সাধারণ সম্পাদক- শামসুল হক।
•প্রতিষ্ঠাকালীন নাম- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ; পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে দলটির নামকরণ করা হয় "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ" বা সংক্ষেপে "আওয়ামী লীগ" ।
•বর্তমান সভাপতি- শেখ হাসিনা ।
•বর্তমান সাধারণ সম্পাদক- ওবায়দুল কাদের।
•বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল।
•আওয়ামীলীগের মূলনীতি- ৪টি (জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মান।
•দলীয় প্রতীক- নৌকা।
•সদর দপ্তর- ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

•প্রতিষ্ঠাকাল- ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮।
•প্রতিষ্ঠাতা- জিয়াউর রহমান।
•বর্তমান চেয়ারপার্সন- বেগম খালেদা জিয়া।
•প্রতিঠাকালীন নাম- জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)।
•দলীয় প্রতীক- ধানের শীষ।
•সদর দপ্তর- নয়াপল্টন, ঢাকা।

জাতীয় পার্টি (জাপা)

•প্রতিষ্ঠাকাল- ১ লা জানুয়ারি, ১৯৮৬।
• প্রতিষ্ঠাতা- হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ।।
•বর্তমান চেয়ারম্যান- জি এম কাদের।
•সদর দপ্তর- ২৪/৮ এ, তোপখানা রোড, ঢাকা- ১০০০।
•দলীয় প্রতীক- লাঙ্গল।

সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীদের ভূমিকা

নাগরিক বা সুশীল সমাজের ইংরেজি প্রতিশব্দ "Civil Society" । বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রুশো তার "Social Contract" গ্রন্থে সর্বপ্রথম "Civil Society" এর ধারণা দেন। সরকারি কাঠামোর বাইরে ও রাজনীতিতে অনিচ্ছুক কিন্তু সরকারি নীতি গ্রহণ, পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণে প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টাকারী গোষ্ঠীসমুহকে বলা হয়- চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। উদাহরণ- এনজিও, বিভিন্ন দাতা সংস্থা, সুশীল সমাজ প্রভৃতি। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অপর নাম- Attitude Group, Interest Group, Non-Political and Organized Group। উন্নয়নমূলক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে 'ওয়াচডগ' হিসেবে ভূমিকা পালন করে।
সুশীল সমাজ বলতে জনগণের যে অংশ সরাসরি রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নয় অথবা এসব থেকে সরসরি সুবিধা লাভ করে না এমন অংশকেই বোঝায়। সুশীল সমাজকে রাষ্ট্রের পঞ্চম স্তম্ভ বলা হয়।

নাগরিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলঃ

•ব্যক্তিগত ক্ষেত্র,
•স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন (NGO হতে পারে),
•সমাজকল্যাণমুখী সংগঠন,
•পেশাজীবি সংগঠন,
•ট্রেড ইউনিয়ন,
•সমাজ, সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন,
•বিশেষ স্বার্থদল,
•বিবিধ সাংস্কৃতিক সংগঠন,
•মিডিয়া বা গণমাধ্যম
•অন্যান্য।